بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.) - এর জীবনচরিতের ধারাবাহিকতায় গযওয়ায়ে খায়বার-এর অবশিষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, খাইবারের যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। এখন খাইবারের দ্বিতীয় দুর্গের বিজয়ের বর্ণনা করব।

এই দ্বিতীয় দুর্গটি 'সা'ব বিন মু'আয' নামে পরিচিত ছিল। খাইবারের অন্যান্য দুর্গের তুলনায় এতে বেশি খাদ্য, পশুসম্পদ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম মজুত ছিল। এতে প্রায় ৫০০ যোদ্ধা অবস্থান করছিল। মুসলমানরা এই দুর্গটি দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ করে রাখে, কিন্তু প্রথমে বিজয় অর্জন করতে পারেনি। কিছু সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা জানালে তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে এমন কিছু নেই যা তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য দিতে পারি।" এরপর তিনি এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ্! সেই দুর্গকে আমাদের জন্য জয়যুক্ত করে দাও, যা খাদ্য ও চর্বিতে পূর্ণ।" এরপর কয়েকজন সাহাবী ও ইহুদিদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব (মুবারযাত) হয়। এক সাহাবী এক ইহুদির মাথায় শক্ত আঘাত করেন এবং জাতিগত গৌরবের (জাতিগত অহংকার) একটি উক্তি করেন। এ কথা শুনে অন্য সাহাবীরা বললেন, 'এর জিহাদ বাতিল হয়ে গেল, কারণ সে জাতিগত অহংকারের কথা বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছে, যা সঠিক নয়।' যখন এই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, "কোনো সমস্যা নেই! সে তার পুরস্কার পাবে এবং তার প্রশংসাও করা হবে।" অর্থাৎ, এমন পরিস্থিতিতে যদি কেউ এ জাতীয় কিছু বলে ফেলে, তবে তা গুরুতর ভুল হিসেবে গণ্য হবে না।

হযরত মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে তীরন্দাজি করতে দেখেছি, এবং তাঁর একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। এরপর,

হযরত হুবাব বিন মুন্দির (রাযি.) তাঁর যুবকদের নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেন এবং তীব্র যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত, তাঁরা এই দুর্গ জয় করেন এবং খাদ্যশস্য দখলে নেন। মহানবী (সা.)-এর ঘোষক ঘোষণা করেন, 'নিজেরা খাও এবং তোমাদের পশুদেরও খাওয়াও, তবে কিছু সঙ্গে নিয়ে যেও না।'

এরপর খাইবারের তৃতীয় দুর্গ **'যুবাইর'**-এর বিজয়ের ঘটনা আলোচিত হয়। যখন ইহুদিরা **সা'ব ও নাআম দুর্গ** থেকে পালিয়ে যুবাইর দুর্গে আশ্রয় নেয়, তখন মহানবী (সা.) তাঁদের ঘিরে ফেলেন। এই দুর্গটি পাহাড়ের চূড়ায় ছিল এবং মুসলমানরা তিন দিন ধরে অবরোধ করে রাখলেও বিজয় অর্জন করতে পারছিল না। তখন এক ইহুদি এসে নিরাপত্তার শর্তে তথ্য প্রদান করেন। সে জানায়, 'যদি তোমরা এক মাসও অবরোধ করো, তবুও এদের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, তারা মাটির নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে রাতের আঁধারে বাইরে গিয়ে পানি সংগ্রহ করে এবং ফের দুর্গে ফিরে আসে। যদি তোমরা তাদের পানির রাস্তা কেটে দাও সেক্ষেত্রে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।' মহানবী (সা.) ইহুদিদের পানির উৎস কেটে দেন। যখন পানি সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ইহুদিরা বেরিয়ে এসে তীব্র যুদ্ধ শুরু করে। সে দিন কয়েকজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন এবং ইহুদিদের মধ্যে দশজন নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত, মুসলমানরা এই দুর্গও বিজয় করে। এরপর মহানবী (সা.) **'শক'** দুর্গের দিকে অগ্রসর হন।

এই সময়ে ইহুদিদের সেনাপতি **সালাম বিন মিশকামের** নিহত হওয়ার বর্ণনাও পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, সে অসুস্থ ছিল এবং এ কারণে যুদ্ধ করতে পারেনি। তার সঙ্গীরা পরামর্শ দিয়েছিল যে, 'তুমি অন্য কোথাও চলে যাও,' কিন্তু সে তা না মেনে দুর্গেই থেকে যায়। অবশেষে, মুসলমানদের হাতে সে নিহত হয়। হুযূর আনোয়ার বলেন, "যদি সে অসুস্থও হয়ে থাকে এবং সরাসরি যুদ্ধ না-ও করে, তবুও তার নিহত হওয়া দোষণীয় নয়। কারণ, সে ইহুদি বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিল এবং তাদের নেতৃত্বও দিচ্ছিল। এসময় কোন সাহাবী হয়ত যুদ্ধ চলাকালীন তাকে হত্যা করে থাকবে। যুদ্ধের সময় সেনাপতির মৃত্যু সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দেয়। তাই এ ধরনের হত্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না।"

'শক' দুটি দুর্গের সমষ্টি ছিল। প্রথমে মহানবী (সা.) উবাই দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। তিনি একটি পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে দুর্গের ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধের শুরুতে একক যোদ্ধার লড়াই (মুবারযাত) হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে **হযরত হুবাব বিন মুন্দির (রা.)**, জুহাশ গোত্রের একজন যোদ্ধা এবং **হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)** দ্বন্দ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলে ইহুদিরা মুবারযাতে পরাজিত হয়ে পড়ে। এরপর মুসলমানরা সামনে এগিয়ে আসে এবং দুর্গের ওপর আক্রমণ করে। ইহুদিরা দুর্গের উঁচু প্রাচীর ও বুরুজ থেকে মুসলমানদের ওপর তীব্র তীর নিক্ষেপ করে। মুসলমানরা পাল্টা তীর ছোড়ে, কিন্তু যেহেতু ইহুদিরা উপরের দিকে থেকে আক্রমণ করছিল, মুসলমানদের বড় ক্ষতি হয়। মনে হয় ইহুদিরা বিশেষ করে সেই স্থানে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, যেখানে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা অবস্থান করছিলেন। এই সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের সঙ্গে ছিলেন, এবং একটি তীর এসে তাঁর কাপড়ে আঘাত হানে। এক বর্ণনায় বলা হয়, এই তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। এ ঘটনায় তিনি এক মুষ্ঠি কংকর হাতে তুলে নেন এবং শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে দেন। এর ফলে ইহুদিদের দুর্গ কাঁপতে থাকে এবং মুসলমানরা অবশেষে ইহুদিদের বন্দি করতে সক্ষম হয়।

এরপর মুসলমানরা আরও তিনটি দুর্গের অবরোধ করে এবং সেগুলো বিজয় করে। এর মধ্যে **'কমুস দুর্গ'** ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মহানবী (সা.) চৌদ্দ দিন ধরে এই দুর্গ অবরোধ করেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ইহুদিদের ওপর 'মঞ্জনীক' (যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত প্রস্তর নিক্ষেপ যন্ত্র) স্থাপন করা হবে। যখন ইহুদিরা

নিশ্চিত হয়ে যায় যে তারা পরাজিত হতে চলেছে, তারা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। ইহুদিদের পক্ষ থেকে সন্ধির অনুরোধের পর তাদের আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে মুসলমানদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে, মহানবী (সা.) ইহুদিদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্র ও উদার আচরণ করেন। সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) ইহুদিদের খাইবারের জমিতে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেন। তারা সেখানে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এই যুদ্ধের সময় ১৭ জন সাহাবী শহীদ হন।

ঐতিহাসিক ও সিরাত সম্পর্কিত কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে যে, খাইবার বিজয়ের পর মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে সন্ধি সম্পন্ন হলে কিনানাহ ও তার ভাই রাবি'কে মহানবী (সা.)-এর কাছে আনা হয়। কিনানাহ ছিল পুরো খাইবারের নেতা এবং হযরত সফিয়া (রাযি.)-এর স্বামী। রাবি ছিল তার চাচাতো ভাই। কিনানাহর কাছে ইহুদি বনু নযির গোত্রের প্রধান হুয়াই বিন আখতাবের গুপ্তধন ছিল, যাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও গহনা সংরক্ষিত ছিল। মহানবী (সা.) তাদের কাছে ধনভাণ্ডারের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। কিনানাহ ও রাবি তা জানাতে অস্বীকার করে। মহানবী (সা.) বলেন, "যদি তোমরা সত্য গোপন করো এবং পরে তা প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না।" ঐতিহাসিক ও সিরাত বিষয়ক গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক সাহাবীকে কিছু চিহ্নের বিষয়ে অবগত করে সেখানে প্রেরণ করেন এবং সেই সাহাবী গুপ্তধন উদ্ধার করে আনে, যার মূল্য ছিল দশ হাজার দিনার। এরপর কিনানাহ্ ও তার চাচাতো ভাই রাবি'কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কিনানাহ্কে চকমকের পাথর দ্বারা আগুনে দগ্ধ করা হয়েছিল।

হুযূর আনোয়ার এই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরে, এরপর তিনি সেগুলোর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে এই ঘটনাকে অবাস্তব এবং মহানবী (সা.)-এর দয়া ও মহত্বের সাথে অসঙ্গত বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এখানে কিছু লোক ইসলামের এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি অভিযোগ তুলেছে, যেন তিনি (সা.) শুধুমাত্র ধন সম্পদ এবং দামী মালামাল লাভের জন্য ক্ষুধিত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এটি প্রমাণ করা যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) যে কোনো ধরনের অযথা অত্যাচার করতে দ্বিধা করতেন না। হুযূর আনোয়ার বলেন, মহানবী (সা.) এর জীবনের প্রতিটি দিক এমন একটি খোলামেলা বইয়ের মতো, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। তিনি (সা.) যুদ্ধের আগে এমন নির্দেশ দিতেন যে, কোনো শিশু বা কোনো মহিলাকে যেন হত্যা না করা হয়, এমনকি কোনো গাছও যেন অযথা না কাটা হয়। যিনি পশুদেরও কষ্টে দেখতে পারেন না, তিনি মানুষদের উপর কিভাবে অত্যাচার করতে পারেন? এছাড়া, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের জন্য যুদ্ধ করা, তাঁর (সা.) উপরে একটি অযৌক্তিক অভিযোগ। খাইবারের যুদ্ধ এমন যুদ্ধ ছিল যার পূর্বে তিনি (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, 'যারা শুধুমাত্র সম্পদ লাভের জন্য যুদ্ধ করতে চান, তারা আমাদের সাথে আসবেন না।' যিনি ন্যায় এবং সুবিচারের আদর্শ প্রতীক ছিলেন, যদি তাঁর সম্পর্কে এমন কোনো বর্ণনা আসে, তবে ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে, তা খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখা এবং তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করা উচিত। যিনি সারা পৃথিবীতে ন্যায় এবং সুবিচারের পতাকা বহন করেছেন, তাকে এমন কাজের সাথে যুক্ত করা কোনভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়।

হুযূর আনোয়ার মুসলিমবিদ্বেষীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্ণনাগুলোর অন্তর্নিহিত সাক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে মন্তব্য করেছেন এবং এই মিথ্যা বর্ণনাগুলোর ভুল প্রমাণিত করেছেন। আল্লামা শিবলী নোমানী এই বর্ণনাকে ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া, কিনানাহ্কে হত্যার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, সে হযরত **মাহমুদ বিন মুসলিমা** (রাযি.)-কে হত্যা করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে, হযরত

মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা (রাযি.) তার ভাই মাহমুদ-এর প্রতিশোধ নিতেই কিনানাহ্‌কে হত্যা করেছিলেন।

বর্তমান যুগের একজন প্রখ্যাত আহ্‌মদী লেখক সৈয়্যদ বরকাত আহমদ সাহেব তাঁর পুস্তক **'রসূলে আকরাম (সা.) এবং হিজাযের ইহুদিরা'**-তে লেখেন যে, ইবন ইসহাক এই ঘটনাটি কোনো প্রামাণিক উৎস ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, আগুনে শাস্তি দেওয়া এবং এমনভাবে শাস্তি প্রদান ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, খাইবারের সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে কোনো বর্ণনায় সেই গুপ্তধনের বণ্টন বা তার বায়তুল মালের সঙ্গে যোগ হওয়ার কোন উল্লেখ নেই।

হুযূর আনোয়ার এই বিষয়ে বলেন যে, এটাই আসল সত্য এবং এই ঘটনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ চলতে থাকবে। এসব ঘটনাবলীর মধ্যে এক ইহুদি মহিলার উল্লেখও পাওয়া যায়, যে মহানবী (সা.)-কে বিষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তবে আল্লাহ্ তাআলা মহানবীকে (সা.) নিরাপদ রেখেছিলেন। যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ ঘটনা, তাই এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে প্রদান করা হবে।

পরিশেষে, হুযূর আনোয়ার অস্ট্রেলিয়া নিবাসী মাস্টার মনসুর আহমদ সাহেব কাহলুন পুত্র মোকাররম শরীফ আহমদ সাহেব এর স্মৃতিচারণ করেন এবং তার মাগফিরাত ও উচ্চ পদামর্যাদার জন্য দোয়া করেন এবং নামায শেষে তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

14 February 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat